সংবাদ

তারিখ ...[illegible]...2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...১...

সচিবের স্বেচ্ছাচারিতায় শিক্ষা প্রশাসনে অস্থিরতা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খানের (এনআই খান) একের পর এক বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও স্বেচ্ছাচারিতায় অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে শিক্ষা প্রশাসনে। বিগত ছয় বছরে শিক্ষামন্ত্রীর নেয়া বিভিন্ন সফল উদ্যোগ প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে সচিবের স্বেচ্ছাচারিতায়। মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কর্মকাণ্ডেও নেমে এসেছে স্থবিরতা। মন্ত্রীকে না জানিয়ে যখন যেখানে খুশি চলে যাচ্ছেন, খেয়ালখুশি মতো সভা আহ্বান করছেন সচিব। মন্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে একের পর এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষা প্রশাসনের ভাবমূর্তি তলানিতে নামাচ্ছেন। তার গোয়ার্তুমির কারণে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের সাধারণ কর্মকর্তারা রীতিমত অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন।

সর্বশেষ তিনি মন্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের সকল কলেজে অনলাইন ও এসএমএসে ভর্তি কার্যক্রম চালু করে দেশব্যাপী নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছেন। এতে প্রায় সাড়ে ১২ লাখ শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে গলদঘর্ম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। মন্ত্রণালয়ের ইমেজ রক্ষার স্বার্থে অবিলম্বে এ বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। শিক্ষা প্রশাসনের বেশিরভাগ কর্মকর্তা মনে করছেন, মূলত বিগত কয়েক বছরে অর্জিত শিক্ষা প্রশাসনের সুনাম বিনষ্ট করতেই বিশেষ মিশনে ব্যস্ত এনআই খান। সচিবের স্বেচ্ছাচারী কর্মকাণ্ড দিন দিন বেপরোয়া হতে থাকায় ইদানিং দপ্তরে আসা কমিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

সচিবের উস্কানিমূলক ও কর্তৃত্ববাদী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী কোন মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তবে সচিব ২ জুলাই ঢাকা কলেজে এক অনুষ্ঠানে অভিযোগ করেন, 'আমার বিরুদ্ধে নানা সচিবের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৫

সচিবের : স্বেচ্ছাচারিতায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রকম ষড়যন্ত্র হচ্ছে। গণমাধ্যমেও আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট লেখানো হচ্ছে।' এর আগে গত সপ্তাহে একটি বেসরকারি টেলিভিশনে শিক্ষা সচিব বলেন, 'মন্ত্রী ও আমার মধ্যে কোন বিরোধ নেই।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত ও দু'জন যুগ্ম সচিব সংবাদকে বলেন, 'সচিব নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী দপ্তরে আসেন-যান। যখন যাকে খুশি নির্দেশ দিচ্ছেন- এটা করেন, ওটা করেন। আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিটিংয়ে বসার কথা বলে হুট করে কোথায় যেন চলে যান। আসেন দু'তিন ঘণ্টা পর। সচিবের অস্থির কর্মকাণ্ডে মন্ত্রণালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।'

এছাড়া ব্যক্তি স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক কর্মকর্তাদের ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কলেজ ও সংস্থায় পদায়নের অভিযোগও রয়েছে শিক্ষা সচিবের বিরুদ্ধে। এই ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা বদলি, পদায়ন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নথি অনুমোদনে অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রীকে উপেক্ষা করার অভিযোগ রয়েছে।

সর্বশেষ ২ জুলাই ঢাকা কলেজে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত হওয়ার কমপক্ষে এক ঘণ্টা পরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় শিক্ষা সচিব। তবে অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষা সচিব বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতাদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রতিবেদন লেখাচ্ছেন।'

শিক্ষা সচিবের যতো বিতর্কিত কাণ্ড

২০১৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগ পান নজরুল ইসলাম খান। এর কিছুদিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিএনপিপন্থি কর্মচারী নেতা মনিরুল ইসলাম মিলন শিক্ষা ভবনে কর্মরত একজন নারী কর্মকর্তাকে (সহযোগী অধ্যাপক) কুরুচিপূর্ণ প্রস্তাব দেয়। বিষয়টি ওই নারী তাৎক্ষণিক শিক্ষামন্ত্রীকে জানান। এতে মনিরুল ইসলাম মিলনকে সচিবালয়ের বাইরে পরিবহনপুল ভবনে মন্ত্রণালয়ের একটি শাখায় শাস্তিমূলক বদলি করা হয়। মিলনের বিরুদ্ধে এই ধরনের আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। এসব কিছু জেনেও বিতর্কিত মিলনকে ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেন শিক্ষা সচিব।

গত ৮ নভেম্বর শিক্ষা ক্যাডারে এক হাজার ৬৮৮ জন শিক্ষককে পদোন্নতি দেয় সরকার। কিন্তু তাদের পদায়ন নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও তালগোল পাকিয়ে ফেলে শিক্ষা সচিব। অভিযোগ ওঠে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত শিক্ষক, যারা শিক্ষা জীবনে ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে শতাধিক নেতাকে ঢাকার বাইরে শাস্তিমূলক পদায়ন দেয়া হয়। এক পর্যায়ে শিক্ষামন্ত্রী সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের (কলেজ শিক্ষক) সঙ্গে নিজ দফতরে কয়েক দফা বৈঠক করে সবার পদায়ন নিশ্চিত করেন।

শিক্ষা সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েই নজরুল ইসলাম খান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) জামায়াত সমর্থক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেনকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন। ওই কর্মকর্তা সরকারি কার্যক্রম ফেলে রেখে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের জানাজায় অংশগ্রহণ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি পরবর্তীতে শিক্ষামন্ত্রীকেও অবহিত করা হয়।

শিক্ষা সচিবের এক নির্দেশে এবার পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই একসঙ্গে দেশের সব কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম অনলাইন ও এসএমএসে করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়েছে শিক্ষা বোর্ড। ১১ লাখ ৫৬ হাজার ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে কোন কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীত হয়েছে, সেই তালিকা করতে গিয়ে বোর্ডকে কারিগরি সহায়তা দেয়া বুয়েটের ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশনস টেকনোলজিও (আইআইসিটি) কারিগরি বিপর্যয়ে পড়ে। এতে চার-পাঁচ দফা পিছিয়ে গোঁজামিল দিয়ে কোন রকম তালিকা প্রকাশ করেই রক্ষা পায় শিক্ষা প্রশাসন। ভুল-ভ্রান্তিকর তথ্যসহ নানা কেলেঙ্কারিতে দেশের প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী অবর্ণনীয় ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। এতে শিক্ষা বোর্ডসহ দেশের বিভিন্ন কলেজে সচিবের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ করেন হয়রানির শিকার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

সচিবের যত অদ্ভুত প্রজ্ঞাপন :

মন্ত্রীকে না জানিয়ে ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মতামত ছাড়াই নজরুল ইসলাম খান বিভিন্ন সময়ে বেশকিছু বিতর্কিত ও অদ্ভুত প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী এর কয়েকটি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জটিলতা সৃষ্টি করেছিল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি। ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে ফলের ভিত্তিতে, পরীক্ষা নিয়ে নয়। এই প্রজ্ঞাপন জারির পর দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রজ্ঞাপন জারির পরের দিনই তা বাতিল করেন শিক্ষামন্ত্রী।

আরেকটি প্রজ্ঞাপনে দেশের সব স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। ওই প্রজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ছিল- বিদ্যালয়ে ৭০ ভাগ উপস্থিতি থাকলে টেস্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেও শিক্ষার্থীরা পাবলিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। এছাড়া সব ছাত্রছাত্রীর সাঁতার শেখা বাধ্যতামূলক, দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য বিউটি পার্লার রাখার বিষয়েও প্রজ্ঞাপন জারি করেছেন শিক্ষা সচিব। শিক্ষামন্ত্রীকে এসব প্রজ্ঞাপনের বিষয়ে কোনকিছু অবহিত করা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।